২২ ইউলুপ করে ৩০ শতাংশ যানজট কমাবে ডিএনসিসি

প্রকাশিতঃ **নভেম্বর ২৮, ২০১৫** প্রিন্ট

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর যানজট কমাতে গাজীপুর থেকে মহাখালী হয়ে হাতিরঝিল সাতরাস্তা পর্যন্ত ২২টি ইউ-লুপ স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। গাজীপ্পেুরর তেলিয়াপাড়া হতে ইউলুপগুলো তৈরীর কাজ শুরু হয়ে তা প্রয়োজনে তেজগাওয়ের সাতরাস্তা পর্যন্ত করা হবে। তবে প্রয়োজনে কারওয়ানবাজার পর্যন্ত বৃদ্ধিরও পরিকল্পনা করছে ডিএনসিসি। এতে করে রাজধানীর যানজট বর্তমানের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ কমে আসবে বলে ধারণা করা হ”্ছে।ে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫০ কোটি টাকারও কম খরচ হবে। শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ঢাকার যানজট নিরসনকল্পে ইউ-লুপ স্থাপন প্রসঙ্গে ডিএনসিসি আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সিটি মেয়র আনিসুল হক এ কথা জানান। সিগনাল ফ্রি ভেহিকেল মুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় এসব ইউলুপ তৈরী করা হবে।

মেয়র বলেন, জমি প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে আগামী ছয় মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তাবায়ন করা সম্ভব হবে। গাজীপুর থেকে মহাখালী হয়ে হাতিরঝিল সাতরাস্তা পর্যন্ত এই ৩০ কিলোমিটার সড়কে মোট ২২টি ইউ-লুপ স্থাপন করা হবে। এজন্য বর্তমানের ৬৯ টি ইউটার্ন বন্ধ করা হবে। এগুিলো স্থাপিত হলে রাজধানীর বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যাবে। এ প্রকল্পটি সফল হলে পরবর্তীতে বর্তমান যানজট শুণ্যের কোটায় নামিয়ে আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে ডিএনসিসি। মেয়র বলেন, যানজট নিরসন করা আমার আওতাভুক্ত বিষয় নয় কিন্তু সরকার চায় রাজধানীকে যানজটমুক্ত করতে ফলে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে আমরা অবস্থান নিয়েছি। এটি ক্লিন ঢাকা ও গ্রীণ ঢাকা কর্মসূচীর অর্ন্তভুক্ত একটি পদক্ষেপ। তাছাড়া যানজট কমাতে আমরা কারওয়ানবাজারের দখলদার কমিয়েছি, তেজগাওঁেয়র অবৈধ বাসস্ট্রান্ড সরিয়েছি। মহাখারী বাসষ্ট্যান্ড দখলমুক্ত করেছি। যার সুফল নাগরিকরা ইতোমধ্যেই পাচ্ছেন।

ইউলুপের উপকারিতা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, রাজধানীর বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে যানজট। একটি ১০ মিনিটের রাইটটার্ন ৩ ঘন্টার যানজট কমাবে। ফলে কষ্ট লাঘবের পাশপাশি নাগরিকদের কর্মঘন্টা সাশ্রয় হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫০ কোটি টাকারও

কম খরচ হবে। এটি বাস্তবায়নে ডিএনসিসির ২২ টি শাখাকে কাজ করতে হবে। মহাখালী বাসষ্ট্যান্ডে সবচেয়ে বড় ইউলুপ তৈরী করা হবে এছাড়া বনানী ক্রসিংয়ে ডাবল ইউলুপ তৈরী করা হবে। ইউলুপ হচ্ছে কম সময়ে যানজট সমস্যা সমাধানের অন্যতম একটি উদ্যোগ।

ডিএনসিসি মেয়র আনিসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও জনপথমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি, গাজীপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদ আহসান রাসেল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সুরাইয়া বেগম এনডিসি, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র, ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বি এম এনামূল হক প্রমুখ।

সেমনিারে তুলে ধরা হয়, এ এবং বি ২ ডিজাইনের ইউলুপ তৈরীর করা হবে। এ টাইপের ইউলুপে বড় ও ছোট গাড়ী চলাচল করবে আর বি টাইপের ইউলুপে শুধুমাত্র ছোট গাড়ী চলাচল করবে। এ টাইপে ১৪৪ ফুট ও বি টাইপে ১০৮ ফুট প্রশস্ত করে তৈরী করা হবে। একটি ইউলুপ থেকে অঅরেকটি ইউলুপের দুরত্ব কমপক্ষে ৮০০ ফুট আর সর্বোচ্চ দুরত্ব হবে ৩ দশমিক ২ কিেলামিটার। গড়ে যা দাড়ায় ১ দশমিক ৫ কিলোমিটারে। ২২ টি ইউলুপ তৈরীতে মোট ৩৭ দশমিক ৯ বিঘা জমি প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে সেতু ভবনের জমি ও আরেকটি জমি ছাড়া বাকি সকল জমিই বর্তমানে খালি রয়েছে। ব্যবহারিত জমির মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি ৩১ দশমিক ২৫ বিঘা আর বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ১ দশমিক ৬১ বিঘা। এছাড়া সিভিল এভিয়েশনের জমি ১ দশমিক ৮৩ বিঘা। তবে নতুন করে কোন প্রকার জমি অধিগ্রহণ করতে হবে না। ফলে ব্যায় অনেক কম হবে।